

চতুর্থ অধ্যায়

[১৫০ অনুচ্ছেদ]

ক্রান্তিকালীন ও অন্তিম বিধানাবলী

১। প্রজাতন্ত্রের জন্য সংবিধান-রচনার যে দায়িত্বভার এই গণপরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা পালিত হওয়ায় এই সংবিধান-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদ জাতিয়তা মাইবে।

গণপরিষদ উদ্ভব

২। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর মহাশয় সমুদয় সংসদ-সদস্য-নির্বাচনের জন্য প্রথম সার্বজনীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্যসাধন-কল্পে ১৯৭২ সালের বাহাদুর-জাফা আদেশ (১৯৭২ সালের সি.ও. নং ১০৪) এর অধীন প্রস্তুত জোট-জাফা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী প্রস্তুত জোট-জাফা বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম নির্বাচন

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রথম নির্বাচনের উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত ও পূর্বতন প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত নির্বাচনী এলাকাসমূহের সীমানা এই সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের অধীন চিহ্নিত সীমানা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নির্বাচন কমিশন— প্রয়োজনবোধে যে কোন নির্বাচনী এলাকা নাম কিংবা তাহার অকৃতজ্ঞ মহকুমা বা থানার নাম পরিবর্তন করিয়া সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকাসমূহের তালিকা প্রকাশ করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লিখিত মহিলা-সদস্যদের আসন সম্পর্কিত বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য আইনের দ্বারা বিধান করা যাইবে।

৩। (১) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোন আইন হইতে আহৃত বা আহৃত বলিয়া বিবেচিত কর্তৃকের অধীন অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা

স্বাধীনতার ঘোষণা ও অনুরূপ শাসনাবলী

কৃত প্রকল্প কার্য একদ্বারা অনুমোদিত ও সন্মতি
হইল এবং তাহা আইনানুযায়ী মথাভাবে প্রণীত,
প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

(২) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান
আদেশ বাতিল হইয়া মাতামা সত্ত্বেও এই সংবিধানের
বিধানাবলী অনুসারে সংসদ মেদিন প্রথমবার মিনিত
হইবে, সেইদিন পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের
তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রকৃতকল্পের আইনপ্রণয়ন
ও নির্বাচী ক্ষমতা (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি
কর্তৃক আদেশের দ্বারা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতাসহ)
যেক্রমে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সেইক্রমে প্রযুক্ত হইতে
থাকিবে।

(৩) এই সংবিধানের যে বিধান সংসদের
উপর আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ
করিয়াছে, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে সংসদ প্রথমবার
মিনিত না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান রাষ্ট্রপতিকে
আদেশের দ্বারা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব
অর্পণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং
এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন আদেশ এইক্রমে
সক্রিয় হইবে, যেন তাহার বিধানাবলী সংসদ
কর্তৃক বিবিসদ হইয়াছে।

৪। (১) এই সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের
অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি কার্যভার
গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের
অব্যবহিত পূর্বে যিনি রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত
ছিলেন, তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন, যেন
তিনি এই সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতি-পদে
নির্বাচিত হইয়াছেন;

তব শর্ত থাকে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদের
অধীন পদাধিষ্ঠান এই সংবিধানের ৫০
অনুচ্ছেদের (২) দফার উদ্দেশ্যসামবিনকল্পে গণ্য
হইবে না।

(২) এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (১)
দফা-অনুযায়ী ক্ষীকার ও জেলুটি ক্ষীকার নির্বাচিত
না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত
পূর্বে যাহারা গনপরিষদের ক্ষীকার ও জেলুটি ক্ষীকার
-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সংসদ গঠিত না হওয়া
সত্ত্বেও তাহারা স্ব স্ব পদে বহাল রহিয়াছেন
বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। এই সংবিধানের অধীন প্রথম সার্বভৌম নির্বাচনের পর এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের অধীন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং তিনি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে এবং উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে মাহারা মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বিরূপ নিদেপ না দিলে তাঁহারা সেরে সকল পদে বহান থাকিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তাঁহারা স্ব স্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; তবে এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী-নিয়োগে নিবৃত্ত করিবে না।

প্রধানমন্ত্রী ও
অন্যান্য মন্ত্রী

৬। (১) ১৯৭২ সালের অনুমোদিত সংবিধান আদেশের দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি-পদে যিনি এবং অন্যান্য বিচারক-পদে মাহারা এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা উক্ত তারিখ হইতে স্ব স্ব পদে বহান থাকিবেন, যেন তাঁহারা এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন ক্ষেত্রমত প্রধান বিচারপতি বা বিচারক-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিচারবিভাগ

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে মাহারা এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদ-অনুসারে বিচারক-পদে (প্রধান বিচারপতি ব্যতীত) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা হাইকোর্ট বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ-অনুমোদিত আদেশ বিভাগে নিয়োগদান করা হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইনগত কার্যধারা ব্যতীত এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের যে সকল আইনগত কার্যধারা মীমাংসাধীন ছিল, তাহা হাইকোর্ট বিভাগে স্থানান্তরিত হইবে ও উক্ত বিভাগে মীমাংসাধীন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে প্রদত্ত হাইকোর্টের কোন রায় বা আদেশ হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত রায় বা আদেশের ক্ষমতা ও কার্যকরতা লাভ করিবে।

(৪) যে সকল আইনগত কার্যধারা এই

সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগে মীমাংসাপ্রাপ্ত ছিল, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে ঐ সকল কার্যধারা নিষ্পত্তির জন্য আপীল বিভাগে জ্ঞানান্তরিত হইবে এবং এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে হাইকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত যে কোন রায় বা আদেশ এইরূপ ক্ষমতা ও সক্রিয়তা লাভ করিবে, যেন তাহা আপীল বিভাগের দ্বারা প্রদত্ত বা কৃত হইয়াছে।

(৫) এই সংবিধানের বিধানাবলী এবং অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

(ক) যে সকল আদি, আপীল ও অন্যান্য এখতিয়ার ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অঙ্গামী সংবিধান আদেশ দ্বারা গঠিত হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ও উক্ত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য করা হইয়াছিল (হাইকোর্টের আপীল বিভাগের উপর ন্যস্ত এখতিয়ার ব্যতীত), এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে অনুরূপ এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত ও উক্ত বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা প্রয়োগরত সকল দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালত ও ট্রাইব্যুনাল এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে স্ব স্ব এখতিয়ার ও কার্যক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকিবেন এবং তাঁহারা অনুরূপ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সমূহের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন।

(৬) অধমুন আদালত অক্ষরিকিত এই সংবিধানের মঠ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের বিধানাবলী মথানীধ্ব সম্ভব বাস্তবায়িত করা হইবে এবং তাহা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াদি এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যেকোন নিয়ন্ত্রিত হইত, আইনের দ্বারা প্রণীত যে কোন বিধান-সাপেক্ষে তাহা সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে।

(৭) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কার্যধারা বাতিল হওয়া সন্দেহে কোন প্রচলিত আইনের কার্যকরতাকে প্রভাবিত করিবে না।

৭। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মীমানায় কার্যরত কোন হাইকোর্ট (১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট (সংশোধনী) আদেশের (১৯৭২ সালের দি.৩.৭.৭১) অধীন গঠিত আপীল বিভাগ ব্যতীত) কর্তৃক ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অগ্রিম দিবস হইতে প্রদত্ত, কৃত বা ঘোষিত যে কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে সম্মুখত যে কোন বাধা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করা যাইবে;

আপীলের আধিকার

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ হাইকোর্ট বিভাগ হইতে আপীলের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হয়, উপরি-উক্ত যে কোন আপীলের ক্ষেত্রে তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে;

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে অনুক্রম কোন আপীল করা যাইবে না।

৮। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত নির্বাচন কমিশন উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন বলিয়া গণ্য হইবেন।

নির্বাচন কমিশন

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে এবং তাঁহার নির্বাচন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উক্ত তারিখ হইতে তাঁহার স্ব পদে বহান থাকিবেন, যেন তাঁহার এই সংবিধানের অধীন অনুক্রম পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কর্মরত সরকারী কর্ম কমিশন, সমগ্র উক্ত তারিখ হইতে এই সংবিধানের অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারী কর্ম কমিশন বলিয়া গণ্য হইবেন।

সরকারী কর্ম
কমিশন

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যিনি কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন পদস্থের পদে অধিষ্ঠিত

ছিলেন, উক্ত অরিখা হইতে তিনি দ্বীপ বহান
থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন
অনুরূপ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। (১) এই সংবিধান ও যে কোন আইনের সরকারী কর্ম
বিধান সাপেক্ষে

(ক) এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের
অন্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত
যে কোন ব্যক্তি উক্ত অরিখা হইতে
দ্বীপ কর্মে বহান থাকিবেন এবং
এই সংবিধান-প্রবর্তনের তারিখের
অন্যবহিত পূর্বে অঁহার ক্ষেত্রে কর্মের
যে শর্তাবলী প্রয়োগযোগ্য ছিল, তাহা
অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অন্যবহিত
পূর্বে বাহাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায়
দায়িত্বপালনরত সকল বিচারবিভাগীয়,
নির্বাহী ও মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ ও
কর্মচারী এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে
মু মু দায়িত্বপালন করিতে থাকিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদের কোন
কিছুই

(ক) ১৯৭২ সালের বাহাদেশ সরকার (কর্ম-
বিভাগসমূহ) আদেশের (১৯৭২ সালের
সি. ও. নং ৯) কিংবা ১৯৭২ সালের
বাহাদেশ সরকার (সার্ভিসেস্ ফ্রোমিং)
আদেশের (১৯৭২ সালের সি. ও. নং ৬৭)
অন্যবহিত প্রয়োগে বাধ্যপ্রদান করিবে
না; অথবা

(খ) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে কোন
সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত
ব্যক্তিদের কিংবা এই অনুচ্ছেদের
বিধানাবলী-অনুমায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্তৃ
বহান ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী
(পারিস্থমিক, ছুটি, অবসর-ভাতার
অধিকার ও স্থানীয়ভাবে বিদ্যমান
সংক্রান্ত অধিকারসহ) পরিবর্তন বা
সংশোধন করিয়া আইন-প্রণয়ন করা
হইতে বিরত করিবে না।

১১। এই সংবিধানের তৃতীয় অফিসিনে যে সকল পদের জন্য শপথ বা ঘোষণা পাঠের করণ নির্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল পদে এই অফিসিনের অধীন বহাল থাকিবেন, এমন যে কোন ব্যক্তি এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর যথাসীদ্ধ সমুদয় যথাযথ ব্যক্তির সম্মুখে অনুকূল করণে শপথ বা ঘোষণা পাঠ করিবেন ও শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর-দান করিবেন।

পদ বহান-আকার
হয় শপথ

১২। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক এককাদেশে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আইনের দ্বারা প্রণীত পরিবর্তন-মাপক্ষে অব্যবহিত থাকিবেন।

স্থানীয় শাসন

১৩। এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে বনবৎ যে কোন আইনের অধীন আয়োজিত সকল কর ও ফি অব্যবহিত থাকিবে, তবে আইনের দ্বারা তাহার আরম্ভ বা তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে।

করারোগ

১৪। সংসদ অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে চলিত জার্মান সংসদের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯, ৯০ ও ৯১ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী কার্যকর হইবে না এবং সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব হইতে মে ব্যয় করা হইয়াছে, অহা বিবেচনা ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

অনুরূপ আর্থিক
ব্যয়সমূহ

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতি যথাসীদ্ধ সমুদয় আহার আফর-দ্বারা প্রমোদিত অনুকূল সকল ব্যয়ের একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৫। এই সংবিধান-প্রবর্তনের কালে চলিত জার্মান সংসদ ও তাহার পূর্ববর্তী সংসদগুলির হিসাব প্রকারে এই সংবিধানের অধীন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগযোগ্য হইবে এবং মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

অন্য হিসাবের
নিরীক্ষা

অনুরূপ হিছাব সম্মুখে রাষ্ট্রপতির বিকট মে
রিপোর্ট পেশ করিবেন, রাষ্ট্রপতি তাহা
সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৬। (১) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত
পূর্বে যে সকল সম্মতি, পরিসম্মতি বা স্বত্ব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কিংবা উক্ত
সরকারের পক্ষে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের
উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের উপর
ন্যস্ত হইবে।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত
পূর্বে প্রজাতন্ত্রের সরকারের যে সকল দায়-
দায়িত্ব ও বাধ্যবাধিকতা ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্রের
দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধিকতারূপে অব্যাহত
থাকিবে।

(৩) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কখনও
কার্যরত কোন সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব বা
বাধ্যবাধিকতা প্রজাতন্ত্রের সরকার সম্বন্ধে প্রদর্শন
না করিলে তাহা প্রজাতন্ত্রের দায়-দায়িত্ব বা
বাধ্যবাধিকতা নহে কিংবা হইবে না।

১৭। (১) বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের
বিধানাবলীকে এই সংবিধানের বিধানাবলীর
সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংবিধান-
প্রবর্তনের দুই বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের
দ্বারা সংশোধনী বা রহিতকরণের মাধ্যমে অনুরূপ
বিধানাবলীর প্রয়োজ্য সংশোধন বা রহিত করিতে
পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত যে কোন আদেশ
ভূতাপেক্ষ তারিখ হইতে কার্যকর হইতে পারিবে।

(২) এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে প্রচ-
লিত অস্থায়ী সাংবিধানিক ব্যবস্থা হইতে এই
সংবিধানের বিধানাবলীতে উত্তরণের জন্য উদ্ভূত
যে কোন অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি
আদেশের দ্বারা নির্দেশ দান করিতে পারিবেন
যে, অনুরূপ আদেশে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য
তাহার বিবেচনায় যেকোন আবশ্যিক বা সম্মিচীন
হইবে, সেইরূপ পরিবর্তন, সংযোজন বা পরিবর্তনের
মাধ্যমে গৃহীত উপযোগীকরণ-সাপেক্ষে এই সং-
বিধান কার্যকর হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের অন্তর্গত

সরকারের সম্মতি,
পরিসম্মতি, স্বত্ব,
দায়িত্ব ও
বাধ্যবাধিকতা

আইনের উপযোগী-
করণ ও অসুবিধা
দূরীকরণ